সংবাদ

তারিখ ..24 MAY 2016.. ...
পৃষ্ঠা ...৭..৩.. কলাম ..৫... ......

সত্যপুর সর. প্রা. বিদ্যালয়

পরিত্যক্ত স্কুল ভবন : খোলা আকাশের নিচে পাঠদান

প্রতিনিধি, শরীয়তপুর

শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার ১৫নং সত্যপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নিবার্ণের ১৭ বছরের মাথায় পরিত্যক্ত ঘোষণা করে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী ও শিক্ষা অফিস। ২০১২ সালে পরিত্যক্ত ঘোষণা করার পর থেকে গত চার বছর ধরে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই এক রমক বাধ্য হয়েই পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ভবন পরিত্যক্ত তাই বিদ্যালয়ের মাঠে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান করায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। বিষয়টি এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছেন আর নতুন ভবন নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ১৫ নং সত্যপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ওই বিদ্যালয়ে চার কক্ষ বিশিষ্ট একটি পাকা ভবন নির্মাণ করে। ভবনটির বেশ কিছু স্থানে ফাটল সৃষ্টি হলে ২০১২ সালে এজিইডি'র প্রকৌশলী ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করে। এরপর থেকেই বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় খোলা আকাশের নিচে পাঠদান করানো হয়। ১৭ বছরের মাথায় ভবনটি পরিত্যক্ত হওয়ায় নিমার্ণ কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার। ভবন ভাঙ্গা ভিরতে ক্লাস করলে মাঝে মাঝে শুরকি ও বালু খসে পরে। বিকল্প ঘর না থাকায় বাধ্য হয়েই খোলা আকাশের নিচে পাঠদান করাচ্ছেন শিক্ষকরা। রোদে পুরে ক্লাস করায় মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তাই শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে গেছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় অভিভাবকরাও দুশ্চিন্তায় থাকেন। এরূপ আবহাওয়ায়

শরীয়তপুর

বিদ্যালয়টি ছুটি দিয়ে দেয়া হয়।

৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সুমাইয়া জানায়, ভবনের মধ্যে ক্লাস করলে মাঝে মাঝে সুরকি বালি মাথার ওপর পড়ে। বৃষ্টির দিনে পানি পড়ে। ভূমিকম্পের কথা মনে পড়লে স্কুলে আসতে ইচ্ছে করে না। আমাদের একটা ভাল ভবন দরকার। ফয়জুননেছা তার নাতিকে এই বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকে জানিয়ে বলেন, কাছাকাছি কোন প্রাইমারি স্কুল না থাকায় বাধ্য হয়েই আমার ছোট্ট নাতিটাকে এই বিপদের মধ্যে শিক্ষা নিতে পাঠাই। কোন সময় যে এ্যাকসিডেন্টে হয়ে যায় আমি চিন্তার মধ্যে থাকি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহীদুল্লাহ সরদার বলেন, ২০১২ সালের রানা প্লাজার দুর্ঘটার পর শিক্ষা অফিস ও এলজিইডির প্রকৌশলী বিদ্যালয়টি পরিত্যাক্ত ঘোষণা করে। এরপর থেকে আমরা শ্রেণীকক্ষে পাঠদান না করে বিকল্পভাবে ক্লাস নিচ্ছি। ক্ষোভের সাথে তিনি আরও জানান এতো অল্প সময় যদি একটি ভবনের গ্যারন্টি থাকে তাহলে কিভাবে এ দেশের উন্নতি হবে আর মানসম্মত শিক্ষা দেয়ার উপায় কি? শরীয়তপুর সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান বলেন, বিকল্প কোন ভবন না থাকায় শিক্ষকরা ওই ভবনেই ক্লাস নিচ্ছেন। তবে ভবন নির্মাণে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানকে আরও স্বচ্ছ হওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়ে বলেন এখন ডাটাবেজের মাধ্যমে পরিত্যক্ত ভবনের তালিকা দেয়া হয়েছে সময় মতো এই ভবনেরও কাজ হবে। শরীয়তপুর ভেদরগঞ্জ উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল মান্নান বলেন, যে কোন ভবন নূন্যতম ৫০ বছর টেকশই হওয়ার কথা কিন্তু এখানে কোথায় ত্রুটি ছিল তা খতিয়ে দেখতে হবে।